ইতিহাস

চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী

Chalukyan King Pulakesin II

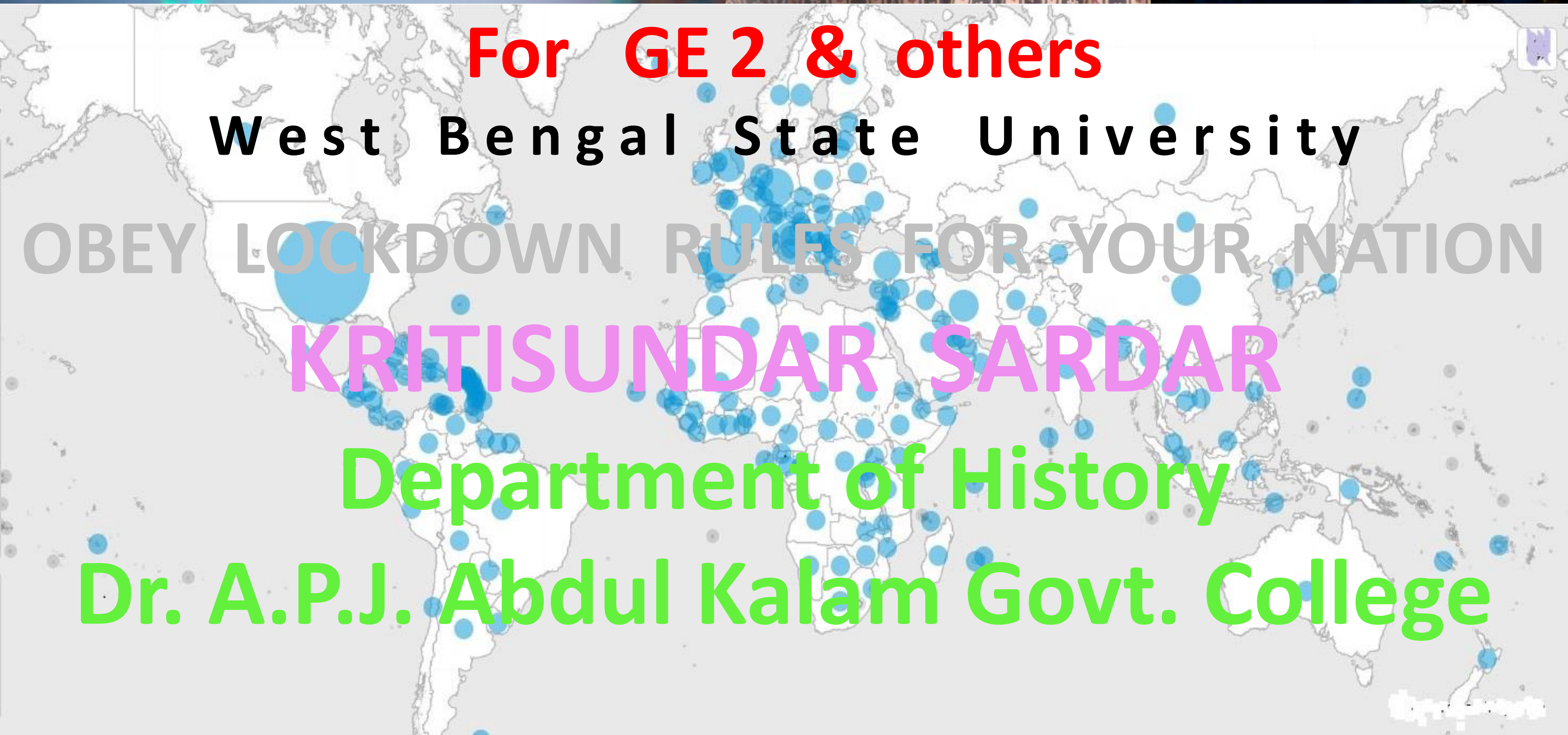

For GE 2 & others

West Bengal State University

OBEY LOCKDOWN RULES FOR YOUR NATION

KRITISUNDAR SARDAR

Department of History

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Govt. College

গুপ্তোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যে যেসব স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল চালুক্য রাজ্য । ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে উত্তর কর্ণাটকে বিজাপুর জেলার বাতাপি বা বাদামিকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের প্রসার ঘটেছিল । বাতাপি বা বাদামির চালুক্য রাজ্য পশ্চিমের চালুক্য রাজ্য নামেও পরিচিত । এই রাজ্যের অন্যতম শাসক ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১১-৪২ খ্রিস্টাব্দ) । সভাকবি রবিকীর্তি রচিত ‘আইহোল প্রশস্তি’ ইত্যাদি উৎস থেকে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানা যায় ।

USE MASK STAY SAFE

দ্বিতীয় পুলকেশী যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তাঁর যেমন অনেক শত্রু ছিল, তেমন রাজ্যেও ছিল নানা সমস্যা । সুতরাং সিংহাসনে বসেই তিনি প্রথমে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা কার্যকর করতে উদ্যোগী হন । পিতৃব্য মঙ্গলেশের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সময় রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল একে একে সেগুলিও তিনি দমন করেন । এই সময় আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামক দুই ভাগ্যান্বেষী বাতাপি দখলে সচেষ্ট হলে তিনি তাদের নিরস্ত করেন ।

KEEP SOCIAL DISTANCE

PREVENT COVID 19

প্রথমিক সমস্যা সমাধানের পর পুলকেশী একে একে কদম্ব রাজ্য, মহীশূরের গঙ্গা রাজ্য, মালাবারের অলুপ রাজ্য, কোঙ্কনের মৌর্য রাজ্য এবং গুজরাট জয় করেন। তিনি পরাজিত গঙ্গা রাজার এক কণ্যাকে বিবাহ করেন । এইভাবে তিনি বাতাপির চালুক্য রাজ্যের আয়তন ও শক্তি দু-ই বৃদ্ধি করতে থাকেন।

STAY HOME
STAY SAFE

কনৌজের বর্ধন বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করার পর দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে এক অভিযান চালান । কিন্তু বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন এবং দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনা চিরতরে পরিত্যাগ করেন । এই যুদ্ধ ঠিক কোথায় হয়েছিল তা জানা যায় না । তবে আইহোল প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে পুলকেশী তাঁকে ‘সকলোত্তর পথনাথ’ বলে অভিহিত করেছেন । WASH HANDS STAY WELL

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাংশ জয়ের পর পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে আধিকার বিস্তারে অগ্রসর হলে, এই অঞ্চলের লাট, মালব এবং গুর্জর প্রতিহার শাসকরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল । চালুক্য রাজকুমারের উপর লাট এবং গুর্জর প্রতিহার রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু মালবের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয় । উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই নীতি গ্রহণ জরুরী ছিল ।

SANITIZE YOUR HANDS

STAY CLEAN

পুলকেশী পূর্ব দাক্ষিণাত্যে অধিকার স্থাপনে অগ্রসর হলে পান্ড্য ও কলিঙ্গের শাসকরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন । কিন্তু বেঙ্গির শাসক তাঁকে বাধা দিলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং বেঙ্গিরাজ পরাজিত হন । পুলকেশী তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ দখল করার পর সসৈন্যে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন ।

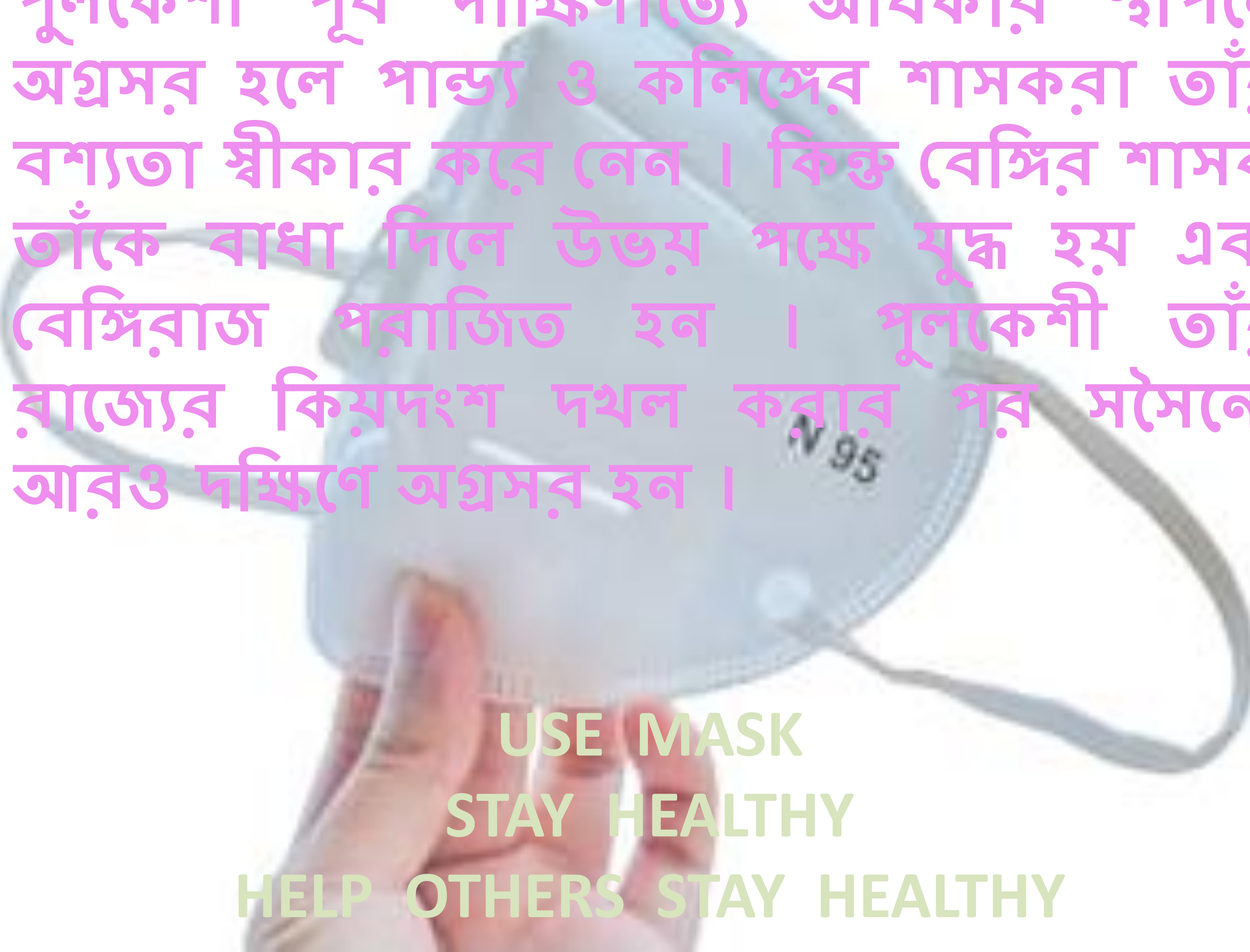

USE MASK

STAY HEALTHY

HELP OTHERS STAY HEALTHY

পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন । চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর সে উচ্চাশা খর্ব করেন এবং নিজ আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পল্লব রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন । তবে পুলকেশী পল্লব রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী দখল করেননি ।

KEEP SOCIAL DISTANCE

PREVENT CORONA

STAY HEALTHY & STEADY

পূর্ব দাক্ষিণাত্যের অসমাপ্ত অভিযান সম্পূর্ণ করার জন্য দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বিতীয়বার সেখানে সমরাভিযান চালান । তিনি বেঙ্গির রাজা পরাজিত করেন এবং নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে বেঙ্গির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেণ।

রাজত্বের শেষ দিকে দ্বিতীয় পুলকেশী আরও একবার পল্লব রাজ্যে অভিযান করেন। কিন্তু তিনি সমকালীন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের কাছে পরিয়াল, মণিমঙ্গলম, শূরমার প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধে পরাজিতত এবং সম্ভবত নিহত হন। এইভাবে তাঁর রাজত্বের অবসান ঘটে।

শেষ জীবনের ব্যর্থতার কথা বাদ দিলে দ্বিতীয় পুলকেশীর জীবনের প্রথম পর্বের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল সাফল্যে ভাস্বর । তাঁর কর্মকান্ড শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না । তিনি পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খুসরুর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন । হিউয়েন সাঙের রচনায় তাঁর রাজ্যের বহুমুখী অগ্রগতি ও উন্নত জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় । এ সময় সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল । আইহোল প্রশস্তি রচয়িতা সাহিত্যিক রবিকীর্তি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন । ....

FIGHT AGAINST COVID 19 & STAY STEADY

এছাড়া তাঁর আমলে চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্প অনুশীলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল । এ সময় কিছু গুহামন্দির ও সৌধ নির্মিত হয়েছিল । ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তিনি জমি দান করেছিলেন । সব দিক বিচার বলা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশীই ছিলেন চালুক্য সাম্রাজ্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্রাট ।

FIGHT AGAINST CORONA WITH PATIENCE

IF FEEL SICK CONSULT DOCTOR

STAY STEADY

WE SHALL OVERCOME SOME DAY